



27093 - খ্রিষ্টধর্ম ও ইসলামের মাঝে পার্থক্যসমূহ

প্রশ্ন

কোন কোন বিষয়গুলো মুসলিম আর খ্রিষ্টানদের মাঝে পার্থক্য গড়ে দেয়?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

মুসলিম ও খ্রিষ্টানদের মাঝে পার্থক্য গড়ে দেওয়া বিষয়গুলোর পরিমাণ অনেক। আমাদের আর তাদের মাঝে আকীদা-বিশ্বাসে যে পার্থক্য সৃষ্টির কারণে তাদের সাথে দূরত্ব ঘুচানোর সুযোগ নেই। এ দূরত্ব ঘুচানো তখনই সম্ভব হবে যখন তারা যে কুফরী ও ভিন্নান্তরী মাঝে রয়েছে সেটা পরিত্যাগ করবে, এক রব ও ইলাহের ইবাদতকারীদের কাফলোয় শামলি হবে, নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল হিসেবে সাক্ষ্য দাবে এবং ঈসা আলাইহিস সালামকে মানুষ বলে বিশ্বাস করবে।

তাদের ধর্মে উল্লেখযোগ্য যে বচ্যুতগুলোর কারণে আমাদের মুসলিমদের সাথে তাদের পার্থক্য সূচি হয় সেগুলো নম্নরূপ:

১. খ্রিষ্টানদের বিশ্বাস যে মাসীহ (ঈসা) হলেন আল্লাহর পুত্র।
২. খ্রিষ্টানদের বিশ্বাস যে মাসীহ আলাইহিস সালাম আল্লাহর সাথে আরকেজন ইলাহ (উপাস্য)। বরং তিনি তাদের পবিত্র ত্রিত্বের দ্বিতীয় সত্তা।
৩. এই বিশ্বাস যে ইলাহ মানুষের দহধারণ করছেন।
৪. এই বিশ্বাস যে আল্লাহ তিনিটা সত্তার সমন্বয়ে গঠিত। উক্ত বিশ্বাসের নাম ‘ত্রিত্ববাদ’।
৫. খ্রিষ্টানদের বিশ্বাস যে পন্থীয় পীলাতের নির্দেশে মাসীহ আলাইহিস সালামকে ইহুদীরা ক্রুশবদ্ধ করে। আর তিনি ক্রুশের উপর মারা যান।
৬. খ্রিষ্টানদের বিশ্বাস যে মাসীহ ক্রুশবদ্ধ হয়ে মারা গিয়ে সৃষ্টির জন্য নিজেকে উৎসর্গ করছেন এবং মানবজাতিকে জন্মগত পাপ থেকে মুক্ত করছেন।

৭. ইহুদীদের ব্যাপারে খ্রিষ্টানদের অবস্থান। যে ইহুদীরা ঈসা আলাইহিস সালামকে মথিয়া প্রতাপিন করলে, তারা দাবি করে তারা তাকে ক্রুশবদ্ধ করে হত্যা করেছে, তার মা মরিয়মকেও তারা ব্যভিচারে দায়ী অভিযুক্ত করে; অথচ তিনি এমন পাপ থেকে মুক্ত; তদুপরি বর্তমানে তাদের সাথে খ্রিষ্টানদের মত্বিতার অবস্থান। অন্যদিকে যে মুসলিমরা ঈসা আলাইহিস সালাম ও তার মাকে সম্মান করে তাদের প্রতি খ্রিষ্টানদের শত্রুতা ও বৈরিতাপূর্ণ অবস্থান।

৮. আল্লাহর কতিব ইঞ্জিলের বক্তৃতি। হোক সটো শব্দে পরবর্তন বা বৃদ্ধির মাধ্যমে বক্তৃতি কিংবা অর্থের বক্তৃতি। এ বক্তৃতির মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর ধর্মের সাথে অনেকে মন্দ ও নকিষ্ট বিষয় সম্বন্ধযুক্ত করা হয়।

৯. পাপমোচনের বিশ্বাস। খ্রিষ্টানরা বিশ্বাস করে আল্লাহ তার একমাত্র পুত্রকে পাঠিয়েছেন যেন তিনি মানুষদেরকে ঐ পাপ থেকে মুক্ত করতে পারেন, যে পাপে মানুষদের পতি (আদম) আলাইহিস সালাম জড়িয়েছিলেন। তখন আল্লাহ তার পাপ ক্ষমা করতে অক্ষম হয়ে পড়েন। তাই তিনি একমাত্র নসিপাপ পুত্রকে পাঠান যেন সে নিজেকে বসির্জন দিয়ে উক্ত পাপ থেকে সবাইকে মুক্ত করেন।

এই কথার মাধ্যমে সৃষ্টিক্রীলরে রবকে অসম্মান করা হয় এবং কয়েকটি সত্যকে মথিয়া প্রতাপিন করা হয়; যমেন- আদম আলাইহিস সালাম কর্তৃক তাওবা করা এবং আল্লাহ কর্তৃক মাসীহ আলাইহিস সালামকে নহিত হওয়া থেকে রক্ষা করা।

১০. মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তকে অস্বীকার করা। অথচ পুরাতন নয়িম (ওল্ড টেস্টামেন্ট) ও নতুন নয়িম (নিউ টেস্টামেন্ট)-এ তাঁর কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে।

১১. বর্তমানে তাদের হাতে বদ্যমান বক্তৃতি তাওরাতের শুদ্ধতার প্রতি বিশ্বাস রাখা। অথচ সটোতে আল্লাহকে গালি দিয়ে হয়েছে, তাঁকে দুর্বলতার গুণে গুণান্বিত বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং নবী-রাসূলদের এমনভাবে নিন্দা করা হয়েছে যেটো কোনও মানুষের জন্য উচ্চারণ করাও মারাত্মক বা গুরুতর ব্যাপার। তবু আমরা উল্লেখ করছি যে তাতে জানা যায় তারা কমনে নোংরা কুফরীর মাঝে আছে।

তারা বলে আল্লাহ নূহের সম্প্রদায়কে তুফানে ডুবিয়ে সটোর জন্য অনুশোচনা করে এত কাঁদেন যে তার চোখ উঠে যায় এবং ফরেশে তারা তাঁকে রোগী হিসেবে দেখতে যায়। আল্লাহ এমন কিছু থেকে অনেকে উদ্ধবে।

তারা বলে লূত আলাইহিস সালাম তার দুই ময়ের সাথে ব্যভিচার করছেন। নূহ আলাইহিস সালাম মদ পান করে মাতাল হয়ে যান এবং তার লজ্জাস্থান উন্মোচিত হয়ে পড়ে। নবীদের প্রসঙ্গে এর চয়ে অনেকে বেশি লজ্জাস্কর বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

দখেন: ইবনুল কাইয়মের ‘হদিয়াতুল হাযারা ফি আউবাতলি ইয়াহুদ ওয়ান-নাসারা’ এবং ড. মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আস-সুহাইমের ‘নাকদুন নাসরানিয়াহ’।



আল্লাহই সর্বজ্ঞ।